বিনোদনের ক্রোড়পত্র

বিনোদন

যুগশঙ্খ SUPPLI
শুক্রবার, ৮ সেপ্টেম্বর ২০১৭

যুগশঙ্খ-র সঙ্গে ৮ পাতার রঙিন ক্রোড়পত্র

ভারতীয় সিনেমার সাবালকত্ব বনাম নিহালানি

অভিমন্যু বিশ্বাস

পহেলাজ নিহালানি— নাম শুনতেই অজানা আশঙ্কা ও বিরক্তিতে মুখ কুঁচকে যায় সিনেমা ব্যক্তিত্বদের। মূলধারার বাইরে গিয়ে যেসব পরিচালকরা ছবি তৈরি করেন, তাঁরা তো নিহালানিকে পরম শত্রু ভাবলেও দোষ দেওয়া যায় না। নিন্দুকরা বলে, নিহালানি যেদিন থেকে সেন্সরবোর্ডের চেয়ারম্যান পদে বসেছেন, সেদিন থেকে সাবালকত্ব হারিয়ে ভেজিটেরিয়ান হয়ে গেছে ভারতীয় সিনেমা। নিহালানির সম্মতির মাপকাঠিতে মাপতে গিয়ে শুদ্ধ হতে হচ্ছে ব্যতিক্রমী ছবিকে। কখনও 'উড়তা পঞ্জাব' তো কখনও 'বজরঙ্গি ভাইজান'। সব ক্ষেত্রেই বিতর্ক দানা বেঁধেছে। নাম জড়িয়েছে নিহালানির। ব্যতিক্রমী ছবি তৈরি হলেই সেঞ্চরের কাঁচি সক্রিয় হয়ে উঠেছে। সমাজের কাছে কোনও বার্তা পৌঁছনোর আগেই নিহালানির সিদ্ধান্তে ছেঁটে ফেলা হয়েছে ছবির প্রাণ। শুদ্ধ হয়ে সেই ছবি

যতক্ষণে সেলুলয়েডে এসেছে ততক্ষণে সেন্সরবোর্ডের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছবির পরিচালক-প্রযোজকের দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই নামী সিনেমা ব্যক্তিত্বদের মন্তব্য পালটা মন্তব্যে বি-টাউনও সরগরম হয়েছে বারংবার। দুঃখের বিষয়, চলচ্চিত্র জগৎ যখন সমাজের কু-প্রথার বিরুদ্ধে আওয়াজ ওঠানোর জন্য তৈরি হয় তখন লালফিতের ফাঁস বাধা হয়ে দাঁড়ায়। ব্যতিক্রমী চিন্তাভাবনা প্রকাশের আগেই এডিটিং টেবিলে দুশ্চিন্তার ছায়া ভর করে। পোস্ট প্রোডাকশনের কাজের পরেই ছবি সেন্সরের কোর্টে পৌঁছয়। তখনই শুরু হয় চাপানউতোর। ডিলিটের তালিকায় জায়গা করে নেয় পরিচালকের অনেক সাহসী পদক্ষেপ। তবে একা নিহালানি নন, সেন্সরবোর্ড হটকে চিত্রপরিচালকদের কাছে সবসময়ই মূর্তিমান আতঙ্ক। আমরা বোধহয় 'ওয়াটার' ছবির কথা মনে করতে পারি। ধর্মীয় সংস্কারের ভালোমন্দের চিত্রায়ন করতে গিয়ে পরিচালক দীপা মেহতাকে কম সমস্যায় পড়তে হয়নি। বিভিন্ন সময়েই সেন্সরের সক্রিয় কাঁচিতে বাদ পড়েছে ছবির মূলবার্তা। তা সে ধর্মীয় উন্নাসিকতাই হোক বা প্রাতিষ্ঠানিক বিরোধিতা।

সাম্প্রতিককালে সেন্সরবোর্ডের চেয়ারম্যান পহেলাজ নিহালানির নাম এক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখ্য, গোটা দেশে যখন ধর্মের ভিত্তিতে মেরুকরণ স্পষ্ট হয়ে উঠছে তখন চলচ্চিত্র নির্মাতারা ছবির মধ্যে দিয়েই সাম্যের বার্তা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তবে নিহালানির মতো চেয়ারম্যান অনেকটা শাইলকের দায়িত্ব পালন করতে ছাড়েননি। গরু নিয়ে আলোচনা হয়েছে ছবিতে, চলো সেই সংলাপে বিপ বসিয়ে দাও। যতবার গরু শব্দটি উচ্চারিত হয়েছে, ততবার বিপ বিপ বিপ। শুধু গরুই-বা বলি কেন, বিশেষভাবে অচ্ছুতের তালিকায় রয়েছে যৌনতা। শিল্পের বিভিন্ন আঙ্গিকেই যৌনতা একটা ভিন্ন মাত্রা পায়। যেটা নিহালানির না-পসন্দ। যৌন নামগন্ধী কোনও শব্দ বা দৃশ্য এমনকী, কথা কিছুই ছবিতে রাখা হবে না। তাই বাঁধা গতের বাইরে ছবির ভাবনাচিন্তা করতেও আজকাল পরিচালক ভয় পান। প্রযোজকরাও তেমন ছবিতে লগ্নি করার আগে চিত্রনাট্যের কাটাছেঁড়া করতে ছাড়েন না। তবে সেন্সরের এই অহেতুক নাক গলানোতে লাভ যে একেবারে হয় না তা বলা যাবে না। যেমন ধরুন 'লিপস্টিক আন্ডার মাই বোরখা' ছবির কথা।

অলঙ্কৃতা শ্রীবাস্তবের পরিচালনায় এই ছবি মুক্তির অনেক আগে থেকেই খবরের কাগজের শিরোনামে জায়গা করে নিয়েছিল। এমনিতেই ২০১৭-তে এসেও নারীর স্বাধীন চিন্তাভাবনা নিয়ে কথা বলতে গেলে আমরা এখনও রেখেঢেকে বলি। কেননা বিষয়টি সবর্জনগ্রাহ্য হয় না। পোশাকি বার্তা হিসাবে নারী স্বাধীনতা নিয়ে আলোচনা হোক, ক্ষতি নেই। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তার ব্যবহারিক প্রয়োগ নৈব নৈব চ। সেখানে যৌনতা নামক নিষিদ্ধ শব্দ হলে তো কথাই নেই। শুরুতেই বাতিলের তালিকা দেখিয়ে দেওয়া হবে। নারী মানেই লজ্জাবনত মূর্তি। তার আবার যৌনতা। পরিচালক কী বলতে চাইছেন? ভারতের মতো উপমহাদেশে নারীর যৌনচাহিদাকে সব সময়ই ব্যভিচার হিসাবে দেখানো হয়েছে। আর সাহসী পদক্ষেপকে বেলেল্লাপনার আখ্যা দেওয়া হয়েছে। সময় যতই গড়িয়ে যাক না কেন, এই অর্থোডক্স ভাবনার বাইরে বেরোতে পারেনি গোটা সমাজ। পুরুষরা যেহেতু সমাজের ধারকের জায়গায় অবস্থান করছে তাই নারী প্রচলিত ভাবনার বাইরে গিয়ে কিছু

অন্য পাতার বিনোদন | তারকার অন্দরমহল | আড্ডা | সিরিয়াল | সিনেমা | নাটক | গান | তারকার কথা

বিনোদন
যুগশঙ্খ SUPPLI
শুক্রবার, ৮ সেপ্টেম্বর ২০১৭

CINEক্যুইজ

এই প্রতিযোগিতায় দেওয়া হচ্ছে চলচ্চিত্র-সম্পর্কিত একটি ছবি। আপনাকে দিতে হবে সেই ছবির সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের জবাব। এক মাসে চারটি ক্যুইজেরই সঠিক জবাব দেবেন যাঁরা, তাঁদের মধ্য থেকে লটারির মাধ্যমে বেছে নেওয়া হবে দশজনকে। এই দশজন পাবেন ১০০ টাকা করে পুরস্কার। সুতরাং, এখনই একটি সাধারণ পোস্টকার্ডে উত্তর লিখে নীচের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন। জবাব দিতে পারেন ই-মেইলেও। ই-মেইল: jugasankha.supplement@gmail.com

ছবিটি এমন একজন অভিনেত্রীর যিনি বিয়ের পর সন্তানের মা হওয়ার পর অভিনয় জগতে এসেছেন। তার আগে তিনি শিক্ষকতার চাকরিও করেছেন। হিন্দি ও বাংলা দুটি ছবিতেই তিনি কাজ করেছিলেন। **কে এই অভিনেত্রী জবাব দিন আগামী ২৬ সেপ্টেম্বরের মধ্যে।**

সিনে ক্যুইজ, বিনোদন
যুগশঙ্খ, ৩২১ শান্তিপল্লি, রাসবিহারী কানেক্টর, কসবা, থার্ড ফ্লোর, দিল্লি পাবলিক স্কুলের কাছে, কলকাতা ৭০০১০৭

যুগশঙ্খ SUPPLI team
বিনোদন
শর্মিলা চন্দ্র (কো-অর্ডিনেটর ও সাব-এডিটর), **তন্ময় মণ্ডল** (সাব-এডিটর), বিপাশা চক্রবর্তী, সুদীপ্ত বিশ্বাস

করতে পারে না। চেষ্টা করলে বিরুদ্ধতার গন্ধ তাকে এমনভাবে জড়িয়ে ধরে যে দমবন্ধ হওয়ার জোগাড়। সেখানে অলঙ্কৃতার মতো একজন পরিচালক পুরুষের বেঁধে দেওয়া নিয়মের ঘেরাটোপকে অগ্রাহ্য করার সাহস দেখিয়েছেন। পর্দানসীন নারীকে আঙুল তুলে নিজের জায়গা তৈরি করে নেওয়ার বার্তা দিয়েছেন। তা করতে গিয়ে পুরুষসিংহদের যে পৌরুষত্ব প্রকাশিত হয়েছে তাও বর্ণনা করতে ছাড়েননি। এমন ছবি মুক্তি পেলে দর্শকরা তো খেপে যাবেই। পরিচালকের উপরে থুড়ি সেন্সরের সিদ্ধান্তে। কারণ বিপ বিপের দৌলতে কোনও সংলাপই পূর্ণতা পাবে না। তো চালাও কাঁচি। বিষয়টি নিয়ে কম মানসিক যন্ত্রণা পেতে হয়নি অলঙ্কৃতাকে। তবুও লড়ে গেছেন। ছবি মুক্তির আগেই সোশ্যাল মিডিয়ায় আলোড়ন ফেলেছিল 'লিপস্টিক আন্ডার মাই বোরখা'। নামেই একটা ভিন্নতার হাতছানি রয়েছে। সঙ্গে নারীর মধ্যমার প্রদর্শন। তাই পরিচালক নিহালানির দ্বৈরথ যত বেড়েছে ততই ছবিটি নিয়ে দর্শকদের আগ্রহ বেড়েছে। প্রোমোশনের আগেই পাবলিসিটি স্টান্টে বাজিমাত করে দিয়েছে 'লিপস্টিক আন্ডার মাই বোরখা'। জেনারেশন X, Y-রা ছবিটি দেখার জন্য আগাম টিকিট বুক করতেও সময় নষ্ট করেনি। এখানেই বোধহয় শুদ্ধাশুদ্ধের লড়াইয়ে অলঙ্কৃতার মতো পরিচালকদের জয় আর সেন্সরবোর্ডের হেরে যাওয়া।

রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে তৈরি 'ইন্দু সরকার' নিয়েও কম জলঘোলা হয়নি। মধুর ভাণ্ডারকরের ছবিটি ১৯৭৫-এর জরুরি অবস্থাকে ধরতে চেয়েছে। রাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদী মানসিকতার বিরুদ্ধে এক সাধারণ গৃহবধূর লড়াই। রাষ্ট্রযন্ত্রের বিরুদ্ধে ব্যক্তিমানুষের এই লড়াইকে ছাড়পত্র দিতে নারাজ সেন্সরবোর্ড। ফের নিহালানির সঙ্গে পরিচালকের দ্বৈরথ।

অরিন্দম শীলের 'ধনঞ্জয়' নিয়েও নিহালানির আপত্তি ছিল। ছবিতে সুপ্রিম কোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে গিয়ে ধনঞ্জয়কে নির্দোষ বলা হয়েছে। এটাতে সেন্সরের সায় ছিল না। তবে ধনঞ্জয় মুক্তি পেলেও ছবি নির্মাতাদের বিরুদ্ধে আইনি নির্দেশ জারি হয়েছে বলে খবর।

অন্যদিকে সুমন ঘোষের পরিচালনায় নোবেল লরিয়েট অমর্ত্য সেনকে নিয়ে তৈরি তথ্যচিত্রেও সেন্সরের কাঁচি সক্রিয় ছিল। ছবির নাম আর্গুমেনটেটিভ ইন্ডিয়ান। ছবিতে অমর্ত্য সেন তাঁর ছাত্র কৌশিক বসুর সঙ্গে কথা বলছেন। আলোচনায় হিন্দু, হিন্দুত্ব, গরু, গুজরাটের মতো শব্দগুলো এসেছে। তাই সেগুলি ছেঁটে ফেলার নির্দেশ জারি হয়। সুমন নিহালানির এহেন নির্দেশ মানতে চাননি। আটকে যায় মুক্তি। এই ঘটনায় সিনেমা ব্যক্তিত্বরা সেন্সরের সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠে। সুমনও বসে থাকার পাত্র নন, কোনওরকম কাটছাঁট ছাড়াই সারা পৃথিবীতে তথ্যচিত্রটির প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছেন। এই ঘটনার পর থেকেই নিহালানির বিরোধিতা শুরু করে কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক। মন্ত্রকের মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি খড়্গহস্ত হয়ে ওঠেন। ২৮ জুলাই চেয়ারম্যানের পদ থেকে সরে যেতে হয় নিহালানিকে। সেন্সরবোর্ডের নতুন চেয়ারম্যানের পদে বসেন প্রসূন জোশি। তবে এই অপসারণ মোটেও ভালোভাবে নেননি পহেলাজ নিহালানি। এজন্য স্মৃতি ইরানিকে দোষারোপ করতেও ছাড়েননি।

বিনোদন | সিরিয়ালের কথা

দর্শকদের কথা ভেবেই কি শেষ হচ্ছে 'পটলকুমার গানওয়ালা'?

রুমকি দেবনাথ

নতুন সিরিয়াল এলে সিরিয়ালপ্রেমী দর্শকরা যতটা আগ্রহ নিয়ে দেখা শুরু করেন, বেশ কিছুদিন পর তাঁদের কি আর সেই আগ্রহটা থাকে? অনেককেই বলতে শোনা যায় এই সিরিয়ালটা দেখতে আর ভালো লাগছে না। কবে শেষ হবে? দীর্ঘদিন ধরে একটা সিরিয়াল দেখতে দেখতে দর্শকরাও ধৈর্য হারিয়ে ফেলেন।

এরকমই একটি সিরিয়াল হল 'পটলকুমার গানওয়ালা'। যদিও এই সপ্তাহতেই শেষ হচ্ছে পটল। সেই জায়গায় আসছে নতুন ধারাবাহিক। কিন্তু এই নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। কানাঘুষোয় শোনা যাচ্ছে ধারাবাহিকটিকে দর্শকরা নাকি আর ভালো ভাবে নিতে পারছিলেন না। অর্থাৎ তাদের আর ভালো লাগছে না। টিআরপিও নাকি অনেকটাই পড়ে গিয়েছিল। ফলে তড়িঘড়ি সিরিয়ালের ইতি টানতে হল। শুধু কি তাই! নাকি আরও কিছু কারণ আছে?

কোনও ধারাবাহিক জনপ্রিয়তা পেতে শুরু করলে সেই ধারাবাহিকের গল্প ও চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যান দর্শকেরা। 'পটলকুমার গানওয়ালা' এমনই একটি ধারাবাহিক যেটি শুরু হওয়ার খুব অল্প সময়ের মধ্যেই বাংলা টেলিভিশনের দর্শকদের পছন্দের তালিকায় একবারে উপরে স্থান করে নিয়েছিল। টিআরপি-ও হু হু করে উঠতে শুরু করে।

তবে টিআরপি যেমন বেড়েছে তেমন সমালোচনাও হয়েছে। যখন চাইল্ড বুলিং-এর প্রসঙ্গটি এসেছে শিশু 'তুলি'-র মাধ্যমে বা চূড়ান্ত পর্যায়ে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স দেখানো হয়েছে ধারাবাহিকে, তখন দর্শকদের একাংশ ক্ষোভও প্রকাশ করেছেন। যদিও সবটাই হয়েছে গল্পের প্রয়োজনে। তবে শিশু পটলের সারল্য, সুভাগার স্নেহ এবং সুজনকুমারের জেদ- এইসব কিছু নিয়ে সুন্দরভাবেই এগোচ্ছিল সিরিয়াল।

কিন্তু টাইম লিপের পর থেকে অর্থাৎ 'পটল'-'তুলি' বড় হয়ে যাওয়ার পর থেকেই টিআরপি-তে ভাটা পড়ে। প্রথমে মৌসুমি দেবনাথ ও পরে ঐশ্বর্য সেনকে নিয়ে আসা হয় পরিণত পটলের চরিত্রে। একমাসের মধ্যে এই অভিনেত্রী পরিবর্তন তো একটা আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এছাড়াও গল্পের গতিপ্রকৃতিও দর্শকদের ঠিক পছন্দ হচ্ছিল না। আবার একই স্লটে (জি বাংলায়) 'রাণী রাসমণি'-র মতো ধারাবাহিক এসে পড়ায়, এক ঝটকায় অনেকটাই নেমে গিয়েছিল টিআরপি।

তাই 'পটলকুমার গানওয়ালা' যে শেষ হতে পারে, টলিপাড়ায় সেই কানাঘুষো অনেক দিন ধরেই শোনা যাচ্ছিল। তবে দর্শকদের আর কষ্ট করে এই ধারাবাহিক দেখতে হবে না।

অনেকের মনেই প্রশ্ন উঠেছিল 'পটলকুমার গানওয়ালা' যদি বন্ধ হয়, তাহলে ওই স্লটে কোন ধারাবাহিক আসবে। টলিপাড়ার এক অংশের ধারণা ছিল ওই স্লটে শুরু হতে পারে নতুন ধারাবাহিক। এমনটাও শোনা যাচ্ছিল যে ওই টাইমে নতুন কোনও ধারাবাহিক শুরু না করে অন্য স্লটের কোনও উচ্চ টিআরপি ধারাবাহিককে চ্যানেল কর্তৃপক্ষ ওই স্লটে নিয়ে আসতে পারেন। কারণ জি বাংলা-র 'রাণী রাসমণি' স্টার জলসা-র কাছে একটা বড় চ্যালেঞ্জ। তবে দর্শকদের মনে এতদিন যে প্রশ্নই উঁকি মারুক না কেন এতদিনে দর্শকরা জেনেই গেছেন 'পটল' এর বদলে ওই সময়ে কোন ধারাবাহিক আসছে।

বিনোদন
যুগশঙ্খ SUPPLI
শুক্রবার, ৮ সেপ্টেম্বর ২০১৭

প্রেমে পড়েছেন মানালি!

ফের প্রেম করছেন টলিউডের মৌরি। কানাঘুষোয় খবরটা এখন ভালোমতো চাউর হয়েছে। তবে এবার আর কোনও সংগীতশিল্পী নন। মানালির নতুন প্রেমিক টলিপাড়ার এক গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। পেশায় পরিচালক ও চিত্রনাট্যকার অভিমন্যু মুখোপাধ্যায়। বিষয়টি নিয়ে এখনও কোনওরকম উচ্চবাচ্চ করেননি মানালি। অভিমন্যুও তাই।

উল্লেখ্য, মানালির মতোই অভিমন্যু মুখোপাধ্যায় বিবাহবিচ্ছিন্ন পুরুষ। অভিনেত্রী অনিন্দিতা বোসের সঙ্গেই ঘর বেঁধেছিলেন অভিমন্যু। তবে দু'জনেই সম্পর্কে ইতি টেনেছেন। বিচ্ছেদ হয়ে গেছে তাঁদের। মানালি-অভিমন্যুর প্রেম নিয়ে যখন টলিপাড়ায় গুঞ্জন চলছে তখন অনিন্দিতা বিষয়টি জানবেন না, তা তো হয় না। খবরটি তাঁর কানেও গেছে। তবে কোনওরকম প্রতিক্রিয়া দেখাননি। নিজের কাজ, শুটিং নিয়ে বেজায় ব্যস্ত তিনি। প্রাক্তন স্বামীর প্রেম নিয়ে মোটেও মাথা ঘামাচ্ছেন না অনিন্দিতা। দারুণ মুডে আছেন। সম্প্রতি ইন্ডাস্ট্রির সহকর্মীর ব্যাচেলর পার্টি এনজয় করতে গোয়াতে ঘুরে এসেছেন। সেখানকার ছবিও সোশ্যাল মিডিয়াতে আপলোড করেছেন। সামনেই সাতপাকে বাঁধা পড়তে চলেছেন গৌরব ও ঋদ্ধিমা। তাঁদের ব্যাচেলর পার্টিতে যোগ দিতেই গোয়ায় গিয়েছিলেন অনিন্দিতা।

অন্যদিকে মানালি দে-কে বেশ কিছুদিন ধরেই ড্রয়িংরুমে পাচ্ছেন না ধারাবাহিকপ্রিয় বাঙালি। কোনও টেলিসোপেই এখন মানালি নেই। তাই বলে মানালির বাজার খারাপ যাচ্ছে এমন ভাবারও কোনও কারণ নেই। শোনা যাচ্ছে, বড় পর্দায় অভিনয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছেন মৌরি ওরফে মানালি। তাই নিয়েই ব্যস্ততা। তাই টিভিতে তাঁকে দেখা যাচ্ছে না।

স্টার জলসার জনপ্রিয় ধারাবাহিক 'বউ কথা কও'-এর কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করেই জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন মানালি। তবে মানালি নয়, বাঙালি দর্শকের কাছে তিনি 'মৌরি' নামেই বিশেষ পরিচিত। ছোট্টখাট্টো চেহারার মিষ্টি মানালিকে আদরের মৌরি হিসাবে বরণ করতে দর্শকের খুব বেশি সময় লাগেনি। জনপ্রিয়তাও এসেছে তরতরিয়ে। এরপর 'কাছে আয় সই', 'ভুতু' ধারাবাহিকে দর্শক মানালিকে পেয়েছেন। জনপ্রিয়তার শীর্ষে থাকাকালীন সংগীতশিল্পী সপ্তক ভট্টাচার্যের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন মানালি। তবে সম্পর্কটি নিয়ে কোনওরকম লুকোছাপা ছিল না। ২০১২-তে চার হাত এক হয়ে যায়। যত তাড়াতাড়ি সম্পর্কে জড়িয়েছিলেন মানালি, তত তাড়াতাড়ি তাঁদের বিয়েও হয়েছে। বছর তিনেকের মধ্যে সম্পর্কে ভাঙন ধরতে শুরু করে। দু'জনের কেউই তিক্ততা বাড়াতে চাননি। আইনি বিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নেন। বিচ্ছেদের পরে ফের নতুন উদ্যমে কাজে ফেরেন মানালি। এখন আর পিছনের দিকে ফিরে তাকাতে চান না। সপ্তকের সঙ্গে দেখা করা দূরে থাক, তাঁকে মনেও করতে চান না তিনি। তবে এই বিয়ে নিয়ে তাঁর কোনও খারাপ লাগা নেই। তাঁর মতে, বিয়ের সিদ্ধান্ত ভুল ছিল না। সেই সময়ের জন্য ঠিকঠাকই ছিল। তবে মায়ের মৃত্যুতে দারুণভাবে ভেঙে পড়েছিলেন মানালি। নতুন সম্পর্ক সেই ক্ষতে কতটা প্রলেপ লাগায় এখন সেটাই দেখার।

এ কী বললেন ফারহা!

অনন্যাকে চাঙ্কি পাণ্ডের মেয়ে মানতে নারাজ বি-টাউনের নামজাদা কোরিওগ্রাফার ফারহা খান। চাঙ্কি পাণ্ডের স্ত্রী ভাবনা দিনকয়েক আগেই মেয়ে অনন্যার ছবি নিজের ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করেন। ছবি দেখেই অষ্টাদশী অনন্যার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয় গোটা নেটদুনিয়া। অনন্যার ছবি ফারহা খানও দেখেছিলেন। বলে না, সৌন্দর্য আচ্ছে আচ্ছে লোকেরও মাথা ঘুরিয়ে দেয়। এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। ফারহা খান ভাবনা পাণ্ডের ট্যুইটের প্রেক্ষিতে একটি ট্যুইট করেন। সেখানে চাঙ্কি পাণ্ডের মেয়ের সৌন্দর্য নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেন। লেখেন অনন্যার ডিএনএ টেস্টের প্রয়োজন রয়েছে। শেষে একটি ইমোজিও জুড়ে দেন।

সোশ্যাল মিডিয়ায় ফারহা খানের এই বক্তব্য ছড়িয়ে পড়তে সময় লাগেনি। শুরু হয় কানাঘুষো। কেননা অনন্যার ছবি দেখে ফারহার ট্যুইটটা ছিল— একটা ডিএনএ টেস্ট করো প্লিজ। চাঙ্কির মেয়ে হিসাবে ও খুব সুন্দর। বলিউডে ফারহা খান চাঙ্কি পাণ্ডের বন্ধুত্বের খবর সবার মোটামুটি জানা। পারিবারিক বন্ধু হিসাবে দুই পরিবারের মধ্যে একটা সুন্দর সম্পর্ক রয়েছে। গেট টুগেদার থেকে পার্টি, পরস্পর পরস্পরের বাড়িতে আমন্ত্রিত থাকেন। তাই অনন্যা সম্পর্কে ফারহা খানের এহেন বক্তব্যে সোশ্যাল মিডিয়া ইউজাররা দারুণ চমকেছেন। তবে হাসির ইমোজির জন্যে দুশ্চিন্তার অবসান হয়েছে। বোঝা গেছে বন্ধু চাঙ্কি পাণ্ডের সঙ্গে মজা করেছেন ফারহা খান। অনন্যার সৌন্দর্যে তিনি একটু বেশি মাত্রায় মুগ্ধ হওয়াতেই এহেন মজা।

উল্লেখ্য, খুব শিগগির বলিউডে ডেবিউ হতে চলেছে অনন্যার। করন জোহরের হাত ধরে বলিউডে পা রাখছেন চাঙ্কি তনয়া। করণের 'স্টুডেন্ট অব দ্য ইয়ার টু' ছবিতেই নায়িকার চরিত্রে দেখা যাবে অনন্যাকে। বর্তমানে বলিউডে একঝাঁক নতুন মুখ আসতে চলেছে। প্রত্যেকেই সেলেব পুত্র-কন্যা। রয়েছে আমির খানের ছেলে জুনেইদ, সইফ আলি খান পতৌদির ছেলে ইব্রাহিম, মেয়ে সারা, শাহরুখ খানের ছেলে আরিয়ান, মেয়ে সুহানা, সোনম কাপুরের ভাই, সুনীল শেট্টির ছেলে, সব থেকে আলোড়ন ফেলেছেন বনি কাপুর ও শ্রীদেবী কন্যা জাহ্নবী কাপুর। তবে একা জাহ্নবীই নন, তালিকায় রয়েছেন তাঁর বোন খুশি কাপুরও। ডেবিউ হওয়ার আগেই তাঁরা সেলেব্রিটির তকমা পেয়ে গেছেন। ২৪ঘণ্টা পেজ থ্রি-র ক্যামেরা তাঁদের তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। খান থেকে কাপুর— বলিউডের নামজাদা হিরোরা এখন তাঁদের পরবর্তী প্রজন্মকে টিনসেল টাউনে লঞ্চ করতে উঠেপড়ে লেগেছেন। বিষয়টির সঙ্গে খানেদের ইজ্জত কি সওয়াল যেমন জড়িয়ে আছে তেমনই কাপুরদের খানদানি রেওয়াজ। তাই বলে কি চাঙ্কি কন্যার ডেবিউ হবে না? হবে তো। 'স্টুডেন্ট অব দ্য ইয়ার টু'-এর পাশপাশি টাইগার শ্রফের সঙ্গে আরও একটি ছবিতে তাঁকে দেখা যাবে বলে খবর।

আলিয়া-সিদ্ধার্থ-র ব্রেকআপ, দায়ী কোন মহিলা?

টিনসেল টাউনে বেশ কিছুদিন ধরে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন আলিয়া ভাট এবং সিদ্ধার্থ মালহোত্রা। তাদের সম্পর্ক নিয়েও কানাঘুষোয় অনেক সময় অনেক কথাই শোনা গেছে। তবে এবার যেটা শোনা যাচ্ছে তাতে একরকম অবাক হয়েছে আলিয়া, সিদ্ধার্থর ভক্তকুল। তাঁদের নাকি ব্রেকআপ হয়ে গেছে! যদিও এতদিন যাবৎ দু'জনের মধ্যে কেউই সম্পর্কের কথা স্বীকার করেননি। সেটা না-ই করতে পারেন। ব্রেকআপের কথা যখন উঠেছে, তখন সম্পর্ক ছিল সেটাই তো স্বাভাবিক। তাঁদের ব্রেকআপের কথা শুনে সকলের মনেই প্রশ্ন এসেছে অফ ক্যামেরা এত ভালো একটা জুটির হঠাৎ ব্রেকআপ কেন হল? দু'জনের সম্পর্কের বিচ্ছেদের পেছনে নাকি রয়েছেন বি-টাউনের একজন অভিনেত্রী। কিন্তু কে এই অভিনেত্রী?

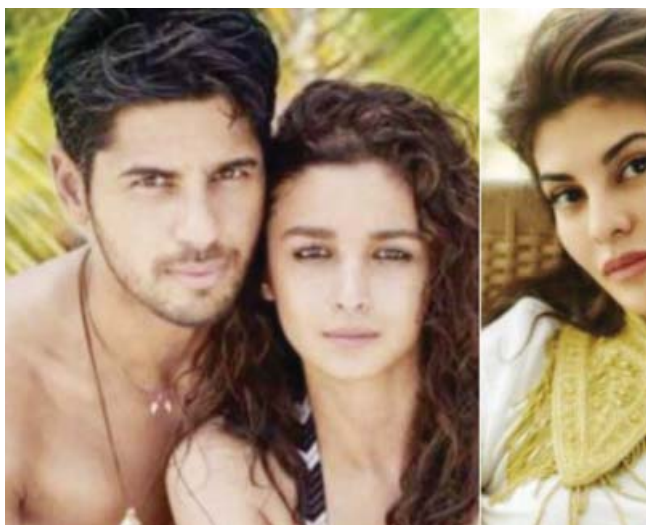

জ্যাকুলিন ফার্নান্ডেজকে নিয়ে নাকি আলিয়া আর সিদ্ধার্থের মধ্যে বেশ কিছুদিন ধরেই ঝামেলা চলছে। একসঙ্গে ছুটি কাটাতে যাওয়ারও প্ল্যান করছিলেন। কিন্তু ওঁদের মধ্যে পরিস্থিতি এতটাই জটিল হয়ে ওঠে যে দু'জনের ঘুরতে যাওয়ার প্ল্যানও ভেস্তে যায়।

সূত্রের খবর অনুযায়ী, আলিয়া আর সিদ্ধার্থের মধ্যে বেশ কিছুদিন ধরেই ছোট ছোট বিষয় নিয়ে ঝগড়া হচ্ছিল। নিজেদের সম্পর্ক ঠিক করতে ওঁরা একসঙ্গে ছুটি কাটানোর প্ল্যান করেছিলেন। কিন্তু সেখানেও বিপত্তি। সিদ্ধার্থ আর জ্যাকুলিন, 'আ জেন্টলম্যান' ছবি করতে গিয়ে দু'জনের মধ্যে বেশ ভালো বন্ধুত্ব হয়। কিন্তু ইদানীং নাকি সিদ্ধার্থ আর জ্যাকুলিন একটু বেশিই মেলামেশা করছিলেন। আর সেই নিয়েই সিদ্ধার্থের সঙ্গে ঝগড়া হয় আলিয়ার। তবে সম্পর্কের তিক্ততা যাতে বেশিদূর না গড়ায় তার জন্য দু'জনেই সম্পর্ক শেষ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।

'আ জেন্টলম্যান' ছবির প্রচারে সিদ্ধার্থকে দু'জনের সম্পর্ক ও ব্রেকআপ নিয়ে প্রশ্ন করা হলে সিদ্ধার্থর কাছ থেকে সদুত্তর পাওয়া যায়নি। সিদ্ধার্থ আর জ্যাকুলিনের অফস্ক্রিন কেমিস্ট্রি নিয়ে প্রশ্ন করা হলেও সেই বিষয়টিও সুন্দরভাবে এড়িয়ে যান দু'জনে। আগামী দিনে সিদ্ধার্থ-আলিয়া নাকি সিদ্ধার্থ-জ্যাকুলিনের রোম্যান্স দেখা যাবে সেটা সময়ই বলবে।

যুগশঙ্খ
SUPPLI
শুক্রবার, ৮ সেপ্টেম্বর ২০১৭

স্টার জলসা, জি বাংলা বনাম সাংস্কৃতিক দূষণ

ইমন মুখোপাধ্যায়

সেও একদিন ছিল যখন টেলিভিশনের নাম ‘বোকা বাক্স’ হয়নি। চ্যানেল বলতে তখন সবেধন নীলমণি ছিল একটাই— দুরদর্শন। ছেলেবেলার গরমের ছুটির সেরা আকর্ষণ ‘ছুটি-ছুটি’। কিংবা সন্ধ্যা সাতটার সময় মাস্টারমশাই পড়াতে আসলে মায়ের ঘর থেকে ভেসে আসা একটা সিরিয়ালের টাইটেল সং ‘জন্মভূমি’। সবকিছুই ওই একটা চ্যানেলের অন্দরমহলে। খেলা থেকে কুম্ভমেলা সবই চরকিপাক খেত ওই এক আবর্তে। কিন্তু এখন দিন বদলেছে বাঙালির ঘরে ঘরে ঢুকে পড়েছে স্টার জলসা, জি বাংলা বা কালারস্ বাংলার মতো অসংখ্য চ্যানেল। সন্ধ্যা হলেই রিমোটের বোতাম নির্দেশিত হয়ে দৈনজীবনে এসে পড়ে— ভুতু, নেহা, অর্ণব, বিক্রম, টুসু, ইচ্ছে ও নদীরা। সেইসঙ্গে শুরু হয়েছে একটা লড়াই। একদল এইসব সিরিয়ালের পক্ষে। তাঁদের মতে, এই সিরিয়ালগুলোই অনেকের জীবনে বাঁচার রসদ বয়ে আনে। সংসারের নিত্য নৈমিত্তিক খিটমিট, ছেলের হোমওয়ার্ক না করা, অফিসে বসের দৈনন্দিন দাঁত খিঁচুনি। অসহ্য কলিগের মেয়ে দেখলেই ছুঁকছুকানি, কিংবা কলেজের ব্যর্থ প্রেম, সবই ভুলিয়ে দিতে পারে ওই ১৪ ইঞ্চির জাদুবাক্সের চরিত্রগুলো। আরেক দল রয়েছে যাঁরা ওই চ্যানেলের বিরোধী। শুধু বিরোধী বললে হবে না। বলতে হবে কট্টর বিরোধী। ডোনাল্ড ট্রাম্পও বোধহয় আই এসকে অতটা ঘৃণা করেন না, যতটা এঁরা বাংলা সিরিয়ালকে করেন। এঁদের মতে, এসব চ্যানেলগুলো সমাজের একাংশকে নেশার মতো আসক্ত করে ফেলেছে। নেশায় যারা আসক্ত হয়, বিশেষ করে যারা মদ, গাঁজা, হেরোইন, ফেনসিডিলের মতো মারাত্মক নেশায় আসক্ত, তাদের যখন নেশার সময় হয় তখন যেমন দুনিয়ার সকল বাস্তবতা কে, এমনকী নিজেকেও ভুলে যায়; ঠিক তেমনই এই চ্যানেলে আসক্ত টিভি সিরিয়ালপ্রেমীরা, তারা সংসারের সকল কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে, এমনকী একবেলা না খেয়েও থাকতে পারবে, কিন্তু এসব চ্যানেলগুলোর সিরিয়াল মিস করতে পারবে না। এসব চ্যানেল প্রচারিত হওয়া সিরিয়াল— রাশি, জল নূপুর, কিরণমালা, চোখের তারা তুই, ইষ্টি কুটুম, কানামাছি, ঠিক যেন লাভ স্টোরি, তুমি আসবে বলে, জানি দেখা হবে, বধূবরণ, টেলিশপিং, অগ্নি পরীক্ষা, মন নিয়ে কাছাকাছি সহ একাধিক। অনেক বাড়িতেই মেয়েরা ১২ঘণ্টার ৭-৮ ঘণ্টায় এইসব চ্যানেলের সিরিয়াল দেখতেই ব্যস্ত থাকে। তবে এইসব সিরিয়ালে আসক্ত ছেলেদের সংখ্যাও নেহাত কম নয়। বাকি সময় একটু কাজ করলেও কাজের ফাঁকে ফাঁকে চোখ থাকে টিভির দিকে।

বেশ কয়েকদিন আগে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল একটি জোকস পড়েছিলাম। সেটি ছিল একটি রেসিপি। হ্যাঁ বিশুদ্ধ বাংলা সিরিয়াল বানানোর রেসিপি। মজার কথা হল, আমাকে যে ব্যক্তি হোয়াটসঅ্যাপে পাঠিয়েছিলেন, তিনিও ছিলেন এক পরিচালক। থাক নাম প্রকাশ করে আর নতুন করে বিড়ম্বনায় ফেলতে চাই না। যাই হোক সেই জোকসটাই পাঠককুলের কাছে একটু তুলে ধরি।

বাংলা সিরিয়াল কীভাবে বানাবেন?

সরঞ্জাম— বর-বউ: ১ জোড়া
ননদ, দেওর: যথেচ্ছ পরিমাণে
সদ্য মেকআপ বাক্স থেকে তুলে আনা দজ্জাল জা: ১টা (২টো হলে মন্দ হয় না, আপনার ঝাল খাওয়ার অভ্যেসের ওপর নির্ভর করছে)
বরের সুপ্ত প্রেমিকা: ১টা
ম্যাদামারা ভাসুর: ১টা (তেজপাতার মতো, দিলেও হয়, না দিলেও হয়)
বউয়ের বাবা-মা: (আলাদা করে রেখে দিন, পরিস্থিতি অনুযায়ী যোগ করতে হতে পারে)
বরের বাবা মা: ২ জোড়া (প্রত্যেকের প্রথম আর দ্বিতীয় পক্ষ মিলিয়ে)
চাকর-বাকর: আন্দাজমতো
প্রণালি: সুরম্য অট্টালিকায় ১টা ননদ, ২টো দেওর আর ১টা ভাসুরকে ছেড়ে দিন, আর দৈনন্দিন নানান সমস্যায় তাদের ক্রমাগত জড়াতে থাকুন। ছিঁচকাঁদুনে টিনএজ ননদের জীবনকে সবদিক থেকে সমস্যাসংকুল দেখান। দু’চোখ দিয়ে অঝোরে নায়াগ্রা ফলস নামিয়ে আপাদমস্তক ভেজাতে থাকুন। এভাবে কিছুক্ষণ চলার পর বর- অর্থাৎ নায়ক অর্থাৎ ননদ বা দেওরের বৈমাত্রেয় দাদাকে এদের মাঝে ছেড়ে দিন। সমস্যা আস্তে আস্তে পাতলা হতে শুরু করবে। কে কোন পক্ষের সন্তান প্রথমে বুঝতে দেবেন না, দর্শককে অল্প অল্প তথ্য দিয়ে উস্কে দিতে থাকুন।

ইতিমধ্যে বরের জীবনে কিছু সমস্যা যোগ করুন। বাদলা রাতে এক অচেনা মেয়েকে বরের গাড়ির সামনে এনে ফেলে দিন-আহত করবেন না, অজ্ঞান করে রাখতে পারেন কিছুক্ষণ। সেই সুযোগে হলুদ হ্যালোজেনের আলোয় হবু বউকে ভালো করে দেখে নিতে দিন, একসাথে গায়ে হলুদ আর শুভদৃষ্টি হয়ে যাবে। জ্ঞান ফিরলে জানান যে অসুস্থ বাবার ওষুধ কেনার জন্য নায়িকা মাঝরাতে পাটভাঙা কাঞ্জিভরম শাড়ি আর গয়না পরে হন্তদন্ত হয়ে রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল। বরের দয়ার শরীর উথলে উঠতে দিন। তার সামগ্রিক সাহায্যে বউয়ের বাবাকে সুস্থ করে তুলুন। শুভদিন দেখে এদের বিয়ে দিয়ে দিন।

এদিকে, নিজের বোনকে নায়কের গলায় ঝোলানোর মতলব বানচাল হওয়ায় জায়ের সাথে নতুন বউয়ের সাপে-নেউলে সম্পর্ক তৈরি করুন। তার অভিসন্ধিতে শ্বশুর-শাশুরির নজরে নতুন বউকে ক্রমাগত খাটো করার চেষ্টা করুন। প্রয়োজনে চুরির অপবাদও দিন। চমকপ্রদ কিছু ঘটলে ক্যামেরাতে হ্যাঁচকা টান মেরে সবার মুখের ওপর দিয়ে একবার প্যান করান। খেয়াল রাখবেন যেন খুব বেশি প্যান না হয়ে যায়। সেটের অন্যদিকে যে ডিরেক্টর বা স্ক্রিপ্ট-রাইটার— কেউই নেই, সেটা দর্শকের কাছে প্রকাশ হয়ে যেতে পারে।

চাকর-বাকরদের মাঝে মাঝে ব্রাওনিয়ান মোশনে বাড়ির মধ্যে ইতস্তত ঘুরে বেড়াতে দিন, আর কথায় কথায় নতুন বউয়ের সুখ্যাতি করান।

এরই মধ্যে শাশুরিকে, মানে বরের সৎ-মাকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিন। তিন-চার দিন কোমায় রাখার পর বের করে আনুন। বউকে প্রাণভরে শাশুরির সেবা করতে দিন। জায়ের পাঁচ ফোঁড়নকে প্রশমিত করতে বিভিন্ন উপায়ে বউয়ের উদার রুপকে সর্বসমক্ষে তুলে ধরুন। মাসের পর মাস এভাবে চলতে দিন। পেছনে হিন্দি সিরিয়াল বা সিনেমা থেকে সুর ঝেড়ে যন্ত্রানুষঙ্গে একটানা বাজাতে পারেন। চমক আনার জন্য অহেতুক ফুটেজ খাওয়া দু-একজন পাবলিক- যেমন কন্যাদায়হীন বউয়ের বাবাকে মেরে ফেলতে পারেন। বাঙালির চিরন্তন ‘আহারে, বেচারা’ মার্কা সেন্টিমেন্টে সুড়সুড়ি দিতে বাড়ির মেয়েদের পণ্যের মতো ব্যবহার করুন। সারাদিনের সমস্যার সমাধান খুঁজে ক্লান্ত হয়ে ঘরে ফেরা বাঙালির পাতে রোজ সন্ধ্যেবেলা পরিবেশন করুন, হু হু করে উঠে যাবে।

শুনেছি নেপোলিয়ান বলেছিলেন, আমাকে একটা শিক্ষিত মা দাও, আমি একটা শিক্ষিত জাতি দেব। এমত অবস্থায় সিরিয়াল বিরোধীদের স্লোগান হতে পারে— আমাকে একটা স্টার জলসা, জি বাংলা সিরিয়াল মুক্ত স্ত্রী দাও, আমি একটা ভেজালহীন পরিবার দেব। কিন্তু এখানে একটা প্রশ্ন উঠতেই পারে, এই সিরিয়ালগুলো বন্ধ করে দিলেই বাঙালির সব সমস্যা মিটে যাবে? প্রত্যেক সন্তান দায়িত্ববান হয়ে উঠবে? বা কোনও স্বামী মদ খেয়ে তার বউকে পেটাবে না? এই বাণিজ্যিক সিরিয়ালগুলো বাংলার সংস্কৃতির ধারক-বাহক নয় নিশ্চয়ই। কিন্তু শহর ও শহরতলির একটা বিশাল অংশের কাছে মনোরঞ্জনের একমাত্র মাধ্যম বটে। তাই বাংলা সিরিয়াল বন্ধ মঞ্চের সভাপতি ও সম্পাদকরা একটু ভাববেন।

চ্যানেলে আসক্ত টিভি সিরিয়ালপ্রেমীরা, তারা সংসারের সকল কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে, এমনকী একবেলা না খেয়েও থাকতে পারবে, কিন্তু এসব চ্যানেলগুলোর সিরিয়াল মিস করতে পারবে না।

বিনোদন
যুগশঙ্খ SUPPLI
শুক্রবার, ৮ সেপ্টেম্বর ২০১৭

‘অনার কিলিং’ কারণের বলি হেতাল পারেখ

প্রত্যুষা চট্টোপাধ্যায়

রাজ্যের আলোচিত ফাঁসির খলনায়ক ধনঞ্জয় আসলে পরিস্থিতির শিকার। এমনটাই তুলে ধরা হয়েছে অরিন্দম শীল পরিচালিত ‘ধনঞ্জয়’ ছবিতে। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন এদেশের আইন একটি তামাশা মাত্র। শুধু বড় লোকেরাই পয়সা দিয়ে সেই তামাশা দেখতে পারেন।’ ধনঞ্জয় ছবিতে সেকথাই স্পষ্টভাবে ধরা দিয়েছে। কী বললেন অরিন্দম শীল! চলুন শুনে নেওয়া যাক।

হেতাল পারেখের খুনি ধনঞ্জয় নয়?

না, ধনঞ্জয় হেতালের খুনি নয়। এটা একটা অনার কিলিংয়ের ঘটনা।

তবে কে মারল হেতালকে?

হেতালকে খুন করেছে তার মা। মেয়ে পরিবারের অমতে প্রেমের সম্পর্কে জড়ানোর জন্যেই রাগের বশে এমন ঘটনা ঘটানো হয়েছে। তারপর পুলিশ কেস থেকে রেহাই পেতে সুচারুভাবে খুনের অভিযোগ ধনঞ্জয়ের উপরে দেওয়া হয়েছে। অভিযোগকে জোরালো করতে ধর্ষণ জুড়ে দেওয়া হয়েছে। ধনঞ্জয়কে ফাঁসানো হয়েছে।

ধনঞ্জয় নির্দোষ-এর প্রমাণ কী?

লালবাজারের পুলিশের সঙ্গে কথা বলে দেখেছি ধনঞ্জয় কেসে তাড়াহুড়ো করা হয়েছিল। পুলিশ অফিসাররা এইকথা বলেছে। এই কেসের সাক্ষীদের জবানবন্দি, পোস্টমর্টেম রিপোর্ট পড়েছি। ধনঞ্জয়ের কেস ও ফাঁসি নিয়ে যেসব বই প্রকাশ হয়েছে তা-ও পড়েছি। তাছাড়া পারেখ পরিবারের বেশ কয়েকজনের সাফ দাবি হেতালের খুন তার মা করেছে, ধনঞ্জয় নয়। বেচারা ধনঞ্জয়।

ধনঞ্জয়ের ফাঁসির জন্য আপনি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে দায়ী করেছেন? কেন?

হ্যাঁ। ধনঞ্জয়ের ফাঁসির পরোক্ষ দায় বর্তায় বুদ্ধবাবু এবং ওঁর স্ত্রী মীরা ভট্টাচার্যের উপর। এসব আজকে বলতে আর দ্বিধা করি না। এখনও যদি না বলি তবে কবেই-বা বলব। আজ আর ভয়ডর নেই। ধনঞ্জয়ের ফাঁসি না হলে পদত্যাগ করবেন। এমনটাই বুদ্ধবাবু বলেছিলেন। তাঁদের কাঠগড়ায় দাঁড়ানোর সময় হয়ে গিয়েছে। মীরাদেবী বলেছিলেন, আগে রেপ হয়েছে। তারপর খুন করা হয়েছে হেতালকে। কোনও প্রমাণ ছাড়া তিনি একথা বললেন কী করে ?

CPIM ছেড়ে তৃণমূলে চলে গেছেন তাই কি বিরুদ্ধ মতামত?

না না। আমি এখনও কমিউনিস্ট। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও কমিউনিজমে বিশ্বাস করেন। তবে মানুষ হিসাবে বুদ্ধবাবু ও মীরাদেবীর প্রতি আমার রাগ।

ছবিতে কৌশিক সেনের ভূমিকা কী?

আদতে বাম মতাদর্শে বিশ্বাসী কৌশিককে এখানে দেখা যাবে বাম সমালোচক হিসাবে। ধনঞ্জয়ের ফাঁসির সমকালীন ক্ষমতাসীন বাম সরকারের তুখোর সমালোচনা করবেন তিনি।

আপনার ছবিতে হেতালের খুনি তার মা, বিরোধিতার মুখে পড়বেন তো?

সেজন্যেই তো ছবিটা বানানো। পারেখ পরিবার থেকে এখনও কোনও বিরোধিতা আসেনি। তবে ওই কমিউনিটি থেকে আমাকে মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে যে আমারও একটি মেয়ে আছে। তবে তাতে মোটেও ভয় পাননি পরিচালক অরিন্দম শীল। উলটে ক্ষিপ্ত কমিউনিটির সদস্যদের বলেছেন, তাঁর মেয়ে আছে বলেই সাহস করে ছবিটি তিনি পরিচালনা করেছেন।

আপনি বিরোধিতা চাইছেন ?

আমি চাই তো বিরোধিতা হোক। সেটাই আশা করছি। বিরোধিতা যত হবে তত সবাই ছবিটি দেখতে আগ্রহী হবে। অন্তত সত্যিটা প্রকাশের রাস্তা পাওয়া যাবে।

আচ্ছা এমন বিতর্কিত ছবির প্রযোজনা করতে স্বেচ্ছায় রাজি হলেন শ্রীকান্ত মোহতা?

স্ক্রিপ্টের গতিপ্রকৃতি বুঝেই ছবি প্রযোজনা করতে রাজি হয়েছেন শ্রীকান্ত। অন্য কোনও কারণ নেই।

হেতাল পারেখ কেস সমাপ্ত হয়েছে, সাজাও পেয়েছে ধনঞ্জয়, এখন পরিচালক কি সুপ্রিম কোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ করলেন?

না না, সুপ্রিম কোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ করা হয়নি। সুপ্রিম কোর্টের সামনে তদন্তকারী অফিসারদের তরফে যা তথ্য পেশ করা হয়েছে, তার ভিত্তিতেই রায় দিয়েছে দেশের শীর্ষ আদালত।

আপনি চান ধনঞ্জয় কেসটি আবার ওপেন হোক?

মনেপ্রাণে চাই এমনটা ঘটুক। ধনঞ্জয় কেস খোলা হোক। সবাই জানুক প্রকৃত সত্য। গরিব হওয়ার মাশুল দিল ধনঞ্জয়। তাই কি সাজা পেল সে! কাঠগড়ায় সব সাক্ষীকে তোলা হোক। মানুষটাকে ভুল করে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে। তার পরিবার বহু বছর ধরে একটা গ্লানি বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। ছবি দেখে প্রকৃত ঘটনা যদি প্রকাশ্যে আসে তাহলে তো ভালোই। পরিচালক ও প্রযোজক হিসাবে আমাদের ছবি বানানোটা সার্থক হবে। তবে এটাও ঘটনা, এখন কোনও ক্রিমিনাল কেস রি-ওপেন হয়নি এদেশে। কিন্তু আগে হয়নি বলে ভবিষ্যতেও হবে না তা তো নয়।

আপনার ছবিতে দেখানো হয়েছে সুবিচার পাননি ধনঞ্জয়। সেই ধনঞ্জয়ের পরিবারকে কি পাশে পেলেন ?

ধনঞ্জয়ের পরিবারকে ভুল বোঝানো হয়েছে। কেউ ওদের ভুল বুঝিয়েছে। বলা হয়েছে ওদের পরিবারের বিরুদ্ধে গিয়ে আমি ছবি তৈরি করছি। যদিও ধনঞ্জয়ের পরিবারকে পাশে পাব আশা করেছিলাম। সেটা হয়নি। ওরা আমার ছবি তৈরির বিরোধিতাই করেছিল। তবে ছবি মুক্তির পরে তো ওরাও সেটা দেখবে। একটু হলেও অপরাধবোধের গ্লানি থেকে রেহাই পাবে ছেলে হারানো পরিবারটি।

ছবি তৈরির বিষয়ে পারেখ পরিবারের তরফে কোনওরকম সহযোগিতা পেলেন?

তদন্তকারী পুলিশ অফিসাররা জানিয়েছেন সেদিনের ঘটনার দশ দিনের মধ্যেই গোটা পারেখ পরিবার ঘটিবাটি বিক্রি করে কলকাতা ছেড়েছিল। কলকাতার ব্যবসাপত্রও গুটিয়ে নিয়েছিল। কলকাতা থেকে মুম্বইয়ের সান্তাক্রুজের এক আবাসনে পারেখ পরিবারের বর্তমান ঠিকানা। তবে ওই পরিবারের সঙ্গে এখনও যোগাযোগ করা যায়নি। তবে দুর্ঘটনার অল্প কয়েকদিনের মধ্যে পারেখ পরিবার কেন সাত তাড়াতাড়ি শহর ছাড়ল তা নিয়ে কলকাতার পুলিশ মহলে একটা প্রশ্ন রয়েছে।

ছবিতে ধনঞ্জয়কে ডিফেন্ড করছেন মিমি চক্রবর্তী, তিনি রাজি হলেন এই চরিত্রে অভিনয় করতে?

যার নামে রেপ-মার্ডারের কেস ঝুলছে তাকে ডিফেন্ড করতে হবে, এমন চরিত্রে অভিনয় করতে চাননি মিমি। তারপর স্ক্রিপ্ট নিয়ে পড়াশোনা করতে শুরু করেন। যখন বুঝতে পারেন খুনি ধনঞ্জয় নয় তখন ধনঞ্জয়ের আইনজীবী হিসাবে অভিনয় করতে না করেননি মিমি। তাঁর মুখ দিয়েই বলানো হয় হেতাল পারেখকে খুন করেছেন তার মা।

ধনঞ্জয়ের পরিবার জানে ছবির আসল গল্প?

ধনঞ্জয়ের ভাই বিকাশ জানেন। তাঁর দাদা নয়, হেতালের মা পরিবারের সম্মান রাখতে মেয়েকে খুন করেছেন। শুনে অপরাধের দায়ভার কমে যাওয়ায় হাঁপ ছেড়েছেন তিনি।

এই কেসের সাক্ষীদের জবানবন্দি, পোস্টমর্টেম রিপোর্ট পড়েছি। ধনঞ্জয়ের কেস ও ফাঁসি নিয়ে যেসব বই প্রকাশ হয়েছে তা-ও পড়েছি। তাছাড়া পারেখ পরিবারের বেশ কয়েকজনের সাফ দাবি হেতালের খুন তার মা করেছে, ধনঞ্জয় নয়। বেচারা ধনঞ্জয়।

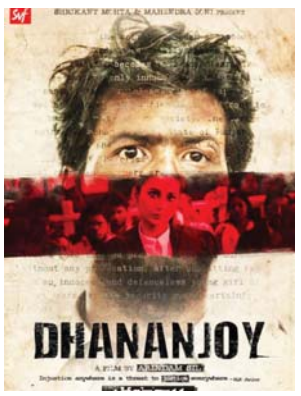

বিনোদন
যুগশঙ্খ
SUPPLI
শুক্রবার, ৮ সেপ্টেম্বর ২০১৭

ভয় দেখাল 'অ্যানাবেল'-এর উৎস, কিন্তু বুক ধড়ফড় করল না

সায়ন্তনী হালদার

ভূতের ছবি যত জমজমাট হবে তা দেখার মজাই আলাদা। ভূত দেখার থেকে ভূতের উপস্থিতির ভয়াল অনুভূতিটা উপভোগ করাই মূল আকর্ষণ। সেদিক থেকে দেখতে গেলে 'দ্য এক্সরসিস্ট' সিরিজের পর ভয়ের দিক থেকে বিচার করলে 'কনজিউরিং' সিরিজে-র ছবিগুলি সবচেয়ে বেশি রোমহর্ষক। যত লোকে ভয় পেয়েছে, ততই হিট হয়েছে সিনেমাগুলি। 'কনজিউরিং'-এ দু'টি পার্টেই বেশ কিছু দৃশ্য সিনেমা হলে দেখলে বুক ধড়ফড় করে ওঠে। যদিও তাকেশি শিমিজু পরিচালিত 'গ্রাজ' সিরিজটিও ভৌতিক ছবি হিসাবে অত্যন্ত জনপ্রিয়। 'কনজিউরিং' সিরিজের সাম্প্রতিক ছবি 'অ্যানাবেল দ্য ক্রিয়েশন'-কে নিয়ে আগ্রহী দর্শকদের মধ্যে কৌতূহল ছিলই। যে মুনশিয়ানায় ছবিটি নির্মাণ করা হয়েছে, তা সহজেই 'কনজিউরিং' সিরিজের সেরা ছবি হওয়ার যোগ্যতা রাখে।

আগে থেকে একথা জেনে রাখা দরকার যে ভূতের ছবি দেখব কিন্তু ভয় পাব না এই মনোভাব নিয়ে এই সিনেমাটি হলে দেখতে গেলে জাস্ট হবে না। কারণ, অনেক দিন পর বেশ জমজমাট একটা ভূতের ছবি হয়েছে 'কনজিউরিং' ফ্র্যাঞ্চাইজি পরিচালিত এই 'অ্যানাবেল ক্রিয়েশন'। ২০১৪-তে মুক্তি পাওয়া 'অ্যানাবেল' ছবির প্রিক্যুয়েল এটি। যেখানে 'অ্যানাবেল' নামের ভুতুড়ে পুতুলটির জন্মের গল্প বলা হয়েছে।

পুতুল নিয়ে খেলা ছেলেমানুষ বা কিশোরী কন্যাদের আজীবনের অভ্যাস। পুতুল নিয়ে খেলতে খেলতে পুতুল যে এভাবে মানুষকে নিজের আঙুলে নাচায়, তা এই ছবি না দেখলে বিশ্বাস হবে না। ২০১৩ সালে মুক্তি পায় গোটা বিশ্বে সাড়াজাগানো ভূতের ছবি 'দ্য কনজিউরিং'। যা সারা বিশ্বে ৩১৮ মিলিয়ন ডলার আয় করে হলিউড ইতিহাসের অন্যতম সেরা আয় করা হরর মুভিতে পরিণত হয়। ছবিটি তৈরি করা হয়েছিল ১৯ শতকের বিখ্যাত প্যারানরমাল ইনভেস্টিগেটর 'ওয়ারেন' দম্পতি 'এড ওয়ারেন' এবং 'লরেন ওয়ারেন'-এর সত্যিকারের 'পেরন ফ্যামিলি' নামক প্যারানরমাল কেস থেকে পাশাপাশি সেখানে তাদের 'অ্যানাবেল' পুতুল-সংক্রান্ত অন্য এক কেসের রেফারেন্সও দেওয়া হয়। এই 'অ্যানাবেল'কে নিয়ে আবার ২০১৪ সালে তৈরি হয় 'অ্যানাবেল' নামক একটি ভূতের সিনেমা। 'অ্যানাবেল: ক্রিয়েশন', এক কথায়, সেই 'অ্যানাবেল'-এর উৎস সন্ধান! প্রিক্যুয়েল। হলিউডে এখন প্রিক্যুয়েল তৈরির হিড়িক চলছে।

'অ্যানাবেল' ছবিটির প্রেক্ষাপট ১৯৪০ থেকে '৫০-এর দশকে। ছবির শুরুর থেকেই একটি আধিভৌতিক আবহ তৈরি করা হয় ছবির কাহিনিকে ঘিরে। ছবির গল্প হল, মিস্টার মুলিন পুতুল তৈরি করেন। মাত্র পাঁচ বছর বয়সে একটি পথ দুর্ঘটনায় মেয়ে অ্যানাবেলকে হারিয়ে ফেলেছিলেন মুলিন দম্পতি। সেখান থেকেই এই গল্পের শুরু। ছবিতে অ্যানাবেলের দুর্ঘটনার দৃশ্যেই প্রথম ভূতের ছবির চমক পাওয়া যায়। যেখানে আচমকা একটি ছোট্ট মেয়েকে পিষে দেয় একটি ম্যাটাডোর। দৃশ্যটি মর্মান্তিক ও একই সঙ্গে রোমাঞ্চকর। যা আপনাকে বাকি ভূতের ছবিটি দেখার উৎসাহ জোগাবে।

আদরের মেয়ের আকস্মিক মৃত্যুর ১২ বছর পর ওই পুতুল-নির্মাতা ও তাঁর স্ত্রী এক সন্ন্যাসিনী ও ছ'জন অনাথ শিশুকে তাঁদের বাড়িতে থাকতে দেন। তারপরই শুরু হয় সব ভৌতিক কাণ্ড। 'অ্যাবনর্মাল'। 'প্যারানর্মাল'। আর সব ঘটনার কেন্দ্রে ওই 'অ্যানাবেল' নামের পুতুলটি। যে পুতুলটিকে ঘিরে কনজিউরিং সিরিজের বাকি ছবিগুলোর কাহিনি তৈরি হয়েছে। কিন্তু সেই পুতুলের আসল রহস্যের খোঁজ করতে হলে দেখতে হবে এই ছবিটি।

আর সব ভূতের ছবির মতো, এই ছবিতেও একটি পাহাড়ি লোকেশন। একটি সুন্দর অথচ গা-ছমছমে লুকের বাংলো এবং দূর-দূরান্তে আর কোনও বসতির চিহ্নমাত্র নেই। আর অতি অবশ্যই একটি পরিত্যক্ত কুয়ো। পর্দার আড়ালে থাকা এক রহস্যময়ী রয়েছেন ছবিজুড়ে। দেওয়ালের পিছনে রয়েছে একটা লুকনো লিফট। ভূতের সিনেমার সব উপাদানই মজুত।

তবে আর সব ভূতের ছবির মতোই এই ছবির চিত্রনাট্যেও রয়েছে বেশ কিছু ক্লিশে দৃশ্য। যেখানে দেখানো হয়েছে একটি বন্ধ ঘর, সেই ঘরের ওপারে কী রয়েছে দেখার জন্য উৎসুক শিশুর নিয়ম ভাঙার পথে পা বাড়ানো। আর সেই পাপের কবলে পড়েই ভূতের প্রথম 'টার্গেট' হয়ে পড়ার একঘেয়েমি চিত্র। কিন্তু এসবের পাশাপাশি এই ছবিতে কিছু বাড়তি পাওনাও রয়েছে। যে কারণে ছবিটি 'বেশ' ভয় পাওয়াবে।

পরিচালক ডেভিড স্যান্ডবার্গ তাঁর এই ছবিতে প্রথম থেকেই যে আবহকে তৈরি করেছিলেন, তাকে গোটা ছবিতে টান টান উত্তেজনায় আরও ভালো করে ব্যবহার করেছেন। রহস্যে ঠাসা ভৌতিক এই কাহিনির পরতে পরতে ব্যবহার করা হয়েছে বেশ কিছু প্রতীক। রঙের নানা ব্যবহারের মাধ্যমেও ছবির ভয়াবহতা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

এই হয়তো প্রথম বার, এতটা প্রত্যক্ষভাবে কোনও ভূতের ছবিতে 'দিনের আলোয় ভয়' দেখানো হয়েছে। প্রথম বার 'অ্যানাবেল'-এর মুখোমুখি হয়ে গাছের তলায় স্পেশাল চাইল্ড জেনিসের (তালিথা বেটমেন) বসে থাকা, আর তারপর হঠাৎ হুইল চেয়ারের হাতলে কালো, শীর্ণকায় একটি হাত তাকে ঠেলতে ঠেলতে কুঠুরির অন্ধকারে নিয়ে যাচ্ছে। সেই দৃশ্য, এক কথায় 'ভয়ংকর' সুন্দর। এই দৃশ্যগুলিতে অবচেতন মনে কোনও 'অন্ধকার' দুপুরে যখন হঠাৎ আপনার একটা গা-ছমছমে অনুভূতি হয়, সেই অচেনা অনুভূতিকেই কয়েক গুণ বাড়িয়ে যে আপনাকে 'উপহার' দেবে, তা বলাই বাহুল্য।

পুতুল অ্যানাবেলের প্রতিটি দৃশ্য এবার আরও রোমহর্ষক। বিভিন্ন ভয়ের মুহূর্তে তার তাকানোগুলো কেমন যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে। মিসেস মুলিনস (মিরান্ডা ওত্তো)-এর চোখ উপড়ে নেওয়ার জন্য অ্যানাবেলের উঠে দাঁড়ানোর দৃশ্যটা দেখলে চিৎকার করে ওঠাটা স্বাভাবিক! এর সঙ্গেই বলা চলে, মিসেস মুলিন্সকে খুনের পর তাকে দেওয়ালে ঝুলিয়ে রাখার দৃশ্যটির কথাও। ভূতের ছবির দৃশ্যে বেশ জমজমাট হয়েছে দীর্ঘদিন ধরে শয্যাশায়ী মিসেস মুলিনসের অর্ধেক মুখোশটিও!

মিরান্দা ওত্তো, স্টেফানি সিগম্যান অভিনীত এই ছবিতে কাহিনির দাপট এতটাই বেশি, যে তাতে অভিনয়ের সমস্ত সুযোগকে নৈপুণ্যের সঙ্গে ব্যবহার করা সহজ। আর তাই করেছেন ছবির অভিনেতা-অভিনেত্রীরা। ছবিতে বিশেষভাবে নজর কেড়েছে লিন্ডার (লুলু উইলসন) অভিনয়। তবে লাইট এবং বিশেষ করে ভূতের ছবির উপযুক্ত সাউন্ডের অভাব মাঝে মধ্যে প্রকট হয়েছে। যা আপনার ভয় পাওয়ার অনুপাতকে দুম করে কমিয়ে দিতে পারে। কোথাও কোথাও আপনার মনে হতেই পারে, সাসপেন্স ধরে রাখতে লাইট ও সাউন্ড এই দু'য়েরই 'পারফেক্ট' অভাব রয়েছে।

এই ছবি 'কনজিউরিং' সিরিজের সবচেয়ে বেশি ভয়ংকর ছবি হবে তা আগে থেকেই বলা হয়েছিল। ছবি মুক্তির পরও তা দেখা গিয়েছে পর্দায়। ছবির আবহ। অনেক জায়গাতেই নাইট শ্যামালনের ঘরানার কথা মনে করিয়ে দেয়। ছবিতে ভীষণভাবে পরিণত লেগেছে পরিচালক ডেভিড স্যান্ডবার্গকে।

সব মিলিয়ে যদি ভূতের ছবি দেখতে ভালোবাসেন বা মনে যদি ভূতের ছবি সম্পর্কে ন্যূনতম কৌতুহল থাকে, তাহলে সিনেমা হলে গিয়ে এই ছবি দেখতে পারেন। তবে ভয় পাওয়ার জন্য তৈরি হয়ে গেলেও, একটু হয়তো অপেক্ষা করতে হতে পারে। কারণ 'অ্যানাবেল' ছবিতে ভূতের ছবির সব রকম উপাদান থাকলেও, সেই পাগলামিটা নেই। তাই ভয় দেখালেও, সেই ভয় একেবারে ভেতর থেকে হাড় কাঁপিয়ে দিতে সেভাবে সক্ষম হয়নি।

তবে শুধুমাত্র সিনেমাটি দেখবেন না! কারণ ভূতের ছবি দেখার সময় ওটাই আপনার 'দুর্বল' হৃদয়কে একটু ভিন্ন স্বাদের ভরসা দেবে। ভূতের সিনেমা দেখার বিপুল আগ্রহ থাকলেই এ ছবি দেখা উচিত। তবে যেভাবে সারা ছবিতে ভয়ংকর পরিস্থিতি তৈরি করা হয়েছে, তাতে এই বিষয়ে আগ্রহী না হলে তাঁর কাছে ছবি ভালো না-ও লাগতে পারে।

২০১৪ সালে তৈরি হয় 'অ্যানাবেল' নামক একটি ভূতের সিনেমা। 'অ্যানাবেল: ক্রিয়েশন', এক কথায়, সেই 'অ্যানাবেল'-এর উৎস সন্ধান! প্রিক্যুয়েল। হলিউডে এখন প্রিক্যুয়েল তৈরির হিড়িক চলছে।

আসছে ‘ডান্স বেবি ডান্স’

বিপাশা চক্রবর্তী

অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল বা সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষের সুপ্ত প্রতিভাকে সমাজের সকলস্তরে পরিচয় করার উদ্দেশ্যে নিয়ে সম্প্রতি ‘রাহুল গুপ্ত প্রোডাকশন’-এর পক্ষ থেকে একটি রিয়ালিটি শো-এর আয়োজন করা হয়েছে। রিয়ালিটি শো-এর নাম রাখা হয়েছে ‘ডান্স বেবি ডান্স, এবার নাচবে সারা বাংলা।’ প্রোডাকশনের তরফ থেকে এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানানো হয়, এই রিয়ালিটি শো-এর মাধ্যমে এবার ৩ থেকে ১৫ বছরের শিশুদের সুপ্ত প্রতিভাগুলিকে সকলের সামনে তুলে ধরা হবে। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন রিয়ালিটি শো-এর পরিচালক রাহুল গুপ্ত, প্রোডিউসার অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়, কো-প্রোডিউসার শোভন ভট্টাচার্য, বিশ্ব বাংলার প্রতিনিধি ডা. সুজাতা ভট্টাচার্য। এছাড়াও ছিলেন অভিনেত্রী জিনিয়া মুখোপাধ্যায়, কোরিগ্রাফার রাম সিংহ রায় ও ঐন্দ্রিলা সরকার। এই রিয়েলিটি শো-তে প্রধান মেন্টর হিসাবে থাকছেন বিশিষ্ট অভিনেত্রী-সাংসদ দেবশ্রী রায়।

অনুষ্ঠান সম্পর্কে রাহুল গুপ্ত সাংবাদিকদের জানান, পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যন্ত এলাকায় ঘুরে ঘুরে প্রতিভার অন্বেষণের কাজ করেছে তাঁদের গোটা টিম। প্রাথমিকভাবে ১২৫ জনকে বাছা হয়েছে। রিয়ালিটি শো-এর শুভ সূচনা বা পাইলট এপিসোড খুব শীঘ্রই অনুষ্ঠিত হবে নজরুল মঞ্চে। সেই পর্বে প্রথম ২৫ জনকে পারফর্ম করতে দেখা যাবে মঞ্চে। বেসরকারি চ্যানেলে ছয় মাস ধরে এই অনুষ্ঠানটি চলবে।

পাশাপাশি রিয়ালিটি শো-এর প্রোডিউসার অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় জানান, উত্তর কলকাতা ও দক্ষিণ কলকাতা, হাওড়া ছাড়াও উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে তাঁরা এমন কিছু প্রতিভাবান শিশুর সন্ধান পেয়েছেন যাদের সেইভাবে কোনও প্রশিক্ষণ নেই। তাও তাদের নৃত্যশৈলী অবশ্যই প্রশংসার দাবি রাখে। এই অনুষ্ঠানে যেমন অঞ্জলি বলে এমন একটি মেয়েকে দেখা যাবে যে ক্যানসারে আক্রান্ত। তা স্বত্ত্বেও একপায়ে নৃত্য পরিবেশন করতে সে যথেষ্ট সাবলীল। এই সমস্ত ক্ষুদে শিল্পীদের পরিশ্রম ও মনের ইচ্ছেকে এই রিয়ালিটি শো-এর মাধ্যমে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই রাহুল গুপ্ত প্রোডাকশনের একমাত্র উদ্দেশ্যে।

সেইসঙ্গে প্রোডাকশনের কো-প্রোডিউসার শোভন ভট্টাচার্য বলেন, রিয়ালিটি শো হয়তো আগেও মানুষ দেখেছেন, কিন্তু এই ধরনের রিয়েলিটি শো দর্শকদের মধ্যে আলাদা ভালো লাগার জায়গা তৈরি করবে।

রিয়ালিটি শো-এর অন্যতম কোরিগ্রাফার রাম সিংহ রায় জানান, ‘নিরপেক্ষভাবে প্রতিভা বেছে নেওয়ার কাজ চলেছে। এটি বেশ কঠিন কাজ, কারণ সকলেই প্রতিভার অধিকারী। বেশ একটি চ্যালেঞ্জ নিয়েই এই কাজ করছি। আশাকরি আমাদের উদ্দেশ্য সফলতা লাভ করবে ও মানুষের ভালোবাসা পাবে।’

এই ধরনের একটি অনুষ্ঠানে থাকতে পেরে ভীষণ খুশি বলে জানান, বিশ্ব বাংলার প্রতিনিধি ডা. সুজাতা ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, সুযোগের অভাবে যাতে এই প্রতিভাগুলি হারিয়ে না যায় ও তাকে প্রকৃত সম্মান জানানোই তাঁদের উদ্দেশ্যে। সকলের শুভ কামনা নিয়ে আমাদের এই পদক্ষেপ। ‘সকলের ভালোবাসা ও সহযোগিতা পাব এই আশা রাখি’ বললেন সুজাত ভট্টাচার্য।

বিশিষ্ট অভিনেত্রী জিনিয়া মুখোপাধ্যায় জানান, এই অনুষ্ঠান নিয়ে অত্যন্ত আশাবাদী তিনি। একটা সময় এই ধরনের উদ্যোগ ছিল না, কিন্তু এখন এই ধরনের অনুষ্ঠান মানুষের মনে আশার আলো জাগাচ্ছে। পাশাপাশি কোরিওগ্রাফার ঐন্দ্রিলা সরকারের কথায় আমাদের সকলের এই পরিশ্রম সফল হবে বলে আশা করছি।

মালদহ আগামীর ‘রাজন’

তন্ময় মণ্ডল

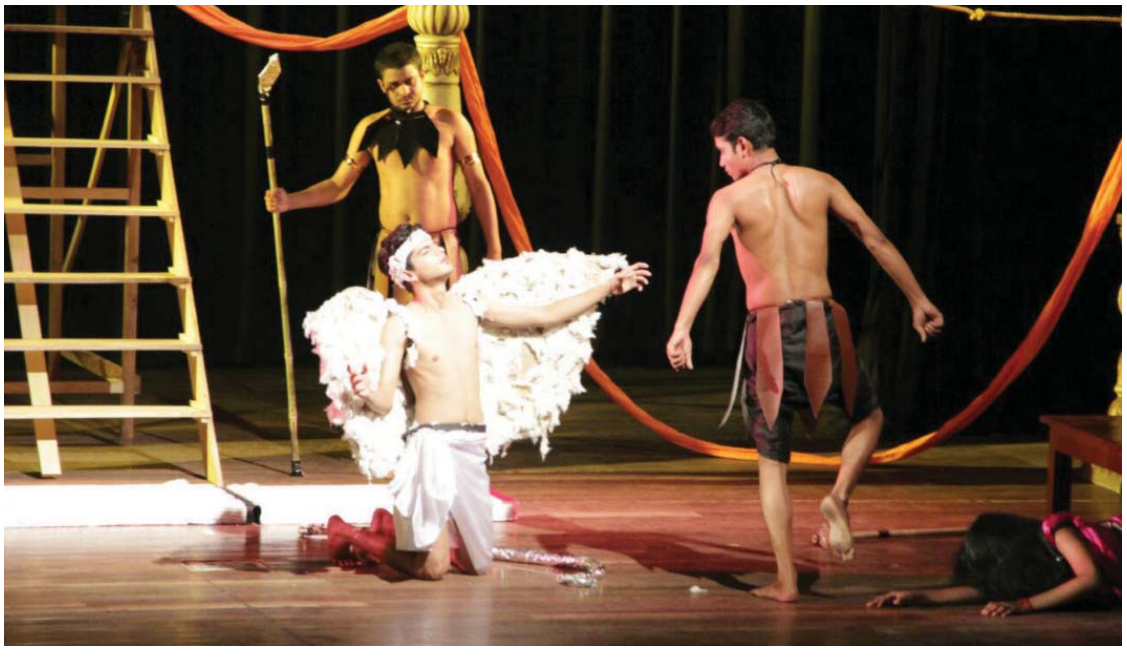

শুধু কলকাতাই নয় মফসসলের ছোট দলগুলোও পিছিয়ে নেই সুচারু নাটকের উপস্থাপনায়। এমনি একটা দল মালদহ আগামী। কয়েক মাস বয়স হলেও দলটি দু’টি নাটক মঞ্চস্থ করে ফেলেছে ইতিমধ্যেই। তাদের তৃতীয় প্রযোজনা ‘রাজন’। আসলে এই নাটকটি দেখতে দেখতে কোথাও মনে হয়নি যে নতুন কোনও দলের নাটক দেখছি। মালদহ শহরেই মঞ্চস্থ হওয়া মালদহ আগামী নাট্যগোষ্ঠীর রাজন নাটকের সাবজেক্ট সম্পূর্ণ ইউনিক বলব না। সমকামিতা নিয়ে আগেও অনেক কাজ হয়েছে। তবে তাদের উপস্থাপনা ও নাট্যকার জয়ন্ত বিশ্বাসের অসম্ভব সুন্দর কাহিনির বুনোন দর্শকের মন জয় করে ফেলতে পারে নিমেষে।

আবারও একটা কথা বলতে হয়, জয়ন্ত বিশ্বাস ও কুণাল সরকারের যৌথ নির্দেশনায় ‘রাজন’ নাটকটি দেখে অবচেতনেও বলা সম্ভব নয় মালদহ আগামী একটি নতুন নাট্যদল। নাটকের মূল চরিত্র পাঁচটি হলেও কেন্দ্রীয় চরিত্র রাজনের বিচারসভা ঘিরেই কাহিনি বিস্তার লাভ করে। সমকামিতা নাটকের মূল বিষয় এবং নাটকটি রূপকধর্মী। বর্তমান সমাজব্যবস্থার, আইন-প্রণয়নের একটা রূপরেখা আঁকার চেষ্টা করা হয়েছে নাটকটিতে। সমগ্র নাটকটিই একটি রূপকতার আড়ালে পরিবেশিত হয়েছে। নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্রে আছেন— রাজন, প্রধান সেনাপতি, কিউপিড (গ্রিক প্রেমের দেবতা), পুরুষ ও সমগ্র প্রকৃতির স্বরূপ হিসাবে এক নারী। গল্প অনুসারে প্রেমের দেবতা কিউপিড, যার নিক্ষেপিত স্বর্ণালি বানে প্রেমের উদ্রেক হয় মানুষের ভেতর আর রুপালি বান মানুষকে প্রেমবিমুখ করে। নাটকে রাজার বিচারসভায় ধরে আনা পুরুষটি কিউপিডের নিক্ষেপিত বানে কামাসক্ত হয়ে পড়ে তা-ও তারই প্রতি। কিউপিডও পুরুষ এবং সেও পুরুষ। সমকামিতা সৃষ্টির পরিচায়ক নয় এমনটাই নিয়ম। তাই পুরুষটিকে এবং তার সাথে নারীরূপী প্রকৃতিকে নিয়ে আসা হয় বিচারসভায়, সমকামিতার অপরাধে। প্রধান সেনাপতির কথায় অভিযুক্ত হন প্রেমের দেবতা ইউপিডও। শাস্তির আদেশ দেন রাজা। এই ঘটনাপ্রবাহকে আপাতসাধারণ মনে হলেও এই নাটক দেখে ফিরেও এর রেশ কাটতে সময় লেগেছে। এমন কিছু সংলাপ আছে যা সত্যিই সমাজব্যবস্থাকে কাঠগড়ায় দাড় করায়। ব্যক্তিস্বাধীনতা, নিজস্বতা আরও এমন কিছু শব্দ আভিধানিক হয়েই থেকে গেল না তো! নাটকটা যেখানে শেষ হচ্ছে সে এক অদ্ভুত টানাপোড়েনের ইতিবৃত্ত। রাজন দেশের প্রধান। কাউকে শাস্তি দিয়ে তিনি শান্তিতে থাকতে পারেন না। তাঁর প্রতিনিয়ত মনে হতে থাকে কারওর কোনও সমস্যা, অভাব-অভিযোগ জানানোর জন্য রাজন আছেন, কিন্তু রাজন কার কাছে অভিযোগ জানাবেন? নাটকের শেষ দৃশ্যে অনেক কথা বলতে চেয়েছেন নির্দেশক। ক্ষমতা আসলে কোথাও না কোথাও গিয়ে অসহায়তাও। শেষ দৃশ্যে দেখা যাচ্ছে রাজন যে-চেয়ারটিতে বসে ছিলেন সেটি কাঁটার চেয়ার। ক্ষমতা তো এমনই। সমাজের বিভিন্ন আঙ্গিকগুলো যেভাবে ফুটে উঠেছে সমগ্র নাটক জুড়ে, তা অনবদ্য।

রাজনের চরিত্রে কুণাল সরকারের অভিনয় ভালো লেগেছে। আপাত খলচরিত্র প্রধান সেনাপতির চরিত্রে অমলেশ দাশের অভিনয় মন কেড়েছে। অন্যান্য কলাকুশলীরাও দর্শকের মননে গভীর অভিঘাত রেখেছে। গ্রিক প্রেমের দেবতা কিউপিড থেকে দেশজ স্বত্ত্বঃ, রজঃ ও তম গুণের উল্লেখে নাটকটিতে গ্রিক মিথোলজি ও ভারতীয় দেহতত্ত্বের মেলবন্ধন বিশেষভাবে চোখে পড়ার মতো। সাহসী বিষয়বস্তু, সাহসী উপস্থাপনা ও কোরিওগ্রাফির পাশাপাশি বিশেষভাবে চোখে পড়ে ইমন পালের ভিন্নধর্মী পোশাক পরিকল্পনা।

বিনোদন

যুগশঙ্খ SUPPLI
শুক্রবার, ৮ সেপ্টেম্বর ২০১৭

নওয়াজউদ্দিন সিদ্দিকি

বাংলার প্রতি প্রেম সেই 'কাহানি' থেকেই

বলিউডে এখন একটাই নাম। নওয়াজউদ্দিন সিদ্দিকি। প্রায় সব পরিচালকই তাঁর সঙ্গে সিনেমা করতে চাইছেন। তবে তিনি কাউকেই নিরাশ করেন না। সদ্য রিলিজ হওয়া প্রায় প্রত্যেকটি সিনেমায় তিনি অভিনয় করেছেন। বর্তমানে শ্যুটিং কিংবা সিনেমার প্রচার নিয়ে তিনি এতটাই ব্যস্ত, যে ক্লান্তির ছাপ নওয়াজের চোখে-মুখে।

সম্প্রতি সেন্সরবোর্ডের চেয়ারম্যান হয়েছেন প্রসূন জোশি। চেয়ারম্যানের পদ থেকে পহেলাজ নিহালানিকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই খবরে বেশ খুশি নওয়াজউদ্দিন সিদ্দিকি। তিনি বলেন, 'খুব খুশি। দুশ্চিন্তায় রাতে ঘুম হচ্ছিল না ঠিকঠাক। 'বাবুমশাই বন্দুকবাজ' থেকে আটচল্লিশটা সিন বাদ দিতে বলেছিল। আরে, এত দৃশ্য বাদ দিলে ছবিটার থাকবেটা কী! প্রযোজক তো ট্রাইব্যুনালে গিয়েছে কাটের বিরোধিতা করে।'

বছরে ছ-সাতটা ছবি করছেন তিনি। এই সিদ্ধান্ত কি সঠিক? স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করে দিয়েছে একজন চরিত্রাভিনেতা বছরে ছ-সাতটা ছবি কী করে করছেন? জবাবে নওয়াজ বলেন, 'ও ভাই, আমি মোটেই চরিত্রাভিনেতা নই। আমি হিরো। এখন বলিউডে কনটেন্টই রাজা, চরিত্রাভিনেতারাই হিরো। (হেসে) দেখুন না সুপারস্টারদেরও কেমন চরিত্রাভিনেতা হতে হচ্ছে। 'ডিয়ার জিন্দেগি'তে শাহরুখ, 'সুলতান'-এ সলমন... সবাই তো ক্যারেকটার প্লে করছে। আমি আগে থেকেই এই ট্র্যাকে।'

তবুও বছরে সাতটা ছবি? নওয়াজ একটু বেশি বাড়াবাড়ি করছেন বলে মত বিভিন্ন মহলে? উত্তরে নওয়াজ বলেন, 'বেশি কেন? আমি যখন বারো বছর বসে ছিলাম, তখন তো কেউ বলেনি, 'এত দিন বসে আছ।' আজকে যখন একটু বেশি ছবি করছি তখনই, 'টু মাচ, টু মাচ'। আমি যখন থিয়েটার করতাম, তখন একসঙ্গে পাঁচটা প্রোডাকশনে রিহার্সাল করেছি। এখন তো তবু একটা সময়ে একটা ছবিই হাতে নিচ্ছি।'

নওয়াজ এখন তো নানা ধরনের চরিত্র করছেন। 'বাবুমশাই...'-এ ভাড়াটে খুনি আবার 'মান্টো'তে নামভূমিকায়। নিজেকে বদলান কেমন করে? এই প্রশ্নের উত্তরও দিলেন নিজের মতো করে। তিনি বলেন, 'সত্যি অসুবিধা হয়। একটা ছবিতে অভিনয় করলে শুধু সেখানেই অভিনয় করি। একটা ছবির শ্যুটিং শেষ হয়ে গেলে সেটা থেকে পুরোপুরি বেরিয়ে আসি। তবে যখন যে চরিত্রটা করি, সেটায় পুরোপুরি ঢুকে যাই। এই যেমন বাবু ('বাবুমশাই...' ছবিতে তাঁর চরিত্র)। সে বেশরম, কাউকে ভালো লাগলে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। গুন্ডা-বদমায়েশের চরিত্র করার সময় প্রযোজকদের বলে দিই, আমার জন্য যেন ফাইভস্টার হোটেলের ব্যবস্থা না করে। চরিত্রের মতোই থাকতে চাই। যদি এই চরিত্রটা দেখে লোকে রাগে জ্বলতে থাকে, তা হলে মনে করব আমি সফল।'

কাজের এত ব্যস্ততায় বাড়িতে সময় দিতে পারেন না নওয়াজ। এরফলে তাঁর স্ত্রী-র সঙ্গে অনেক সময় অশান্তিও হয়। এই বিষয়ে তিনি বলেন, 'পারি না তো। (হেসে) বিবি তো ডাটতি হ্যায়। ছেলেও বায়না করে। কিন্তু কী করব, টাকা তো কামাতে হবে! বউকে বলে দিয়েছি, টাকা কামাতেই তো বাড়ির বাইরে বাইরে থাকছি। প্রেম তো করছি না।'

বলিউডের সফল অভিনেতার কাছে অনেক প্রেমের প্রস্তাব আসে। তবুও এসব দিকে না তাকিয়ে কাজের দিকেই মন দিতে চান তিনি। উত্তর দেওয়ার সময় একটু লজ্জা পেয়ে জানান, 'আসে না বলব না। তখন নিজেকে বলি, তোকে দেখে কিন্তু প্রেমের প্রস্তাব দিচ্ছে না। তোর কাজের জন্য আদিখ্যেতা করছে। কাজটা মন দিয়ে কর।'

কাজ তো মন দিয়ে করছেনই। বলিউডের সব ক্যাম্পেই এখন নওয়াজউদ্দিন।

তাঁর জবাব, 'আপনারা এইযে সব ক্যাম্প-ট্যাম্প বানিয়ে রেখেছেন, বলিউডে কিন্তু এসব একেবারেই নেই। কীসের ক্যাম্প ভাই! আমি তো আমিরের ছবিতে কাজ করেছি, সলমনের ছবিতে কাজ করেছি, শাহরুখের সঙ্গেও কাজ করেছি। ভালো অভিনয় করলে সকলের কাছ থেকেই কাজ আসবে।'

তিন দিন ধরে নাকি তিনি ঘুমোননি। তবু হাজির ছিলেন বোদেগা ক্যান্টিনা ওয়াই বারের টলিউডি পার্টিতে। সাংবাদিক সম্মেলন সেরে রাত বারোটায় পা দিলেন সেখানে। সঙ্গে বিদিতা বাগ। একরাশ ক্লান্তি নিয়ে জানালেন, 'পরের দিনই ভোর ছ'টায় ফ্লাইট।'

যোগাযোগ ছাড়া স্বজনপোষণের বলিউডে সেটা কতটা সম্ভব? নওয়াজ মনে করেন তাঁর তো কোনও যোগাযোগ ছিল না। কিন্তু আজ তিনি বলিউডের তারকা অভিনেতা।

তবে সব কিছুরই ব্যতিক্রম থাকে। সেটা কি কখনও উদাহরণ হতে পারে? একটু ভেবে নওয়াজ বলেন, 'যোগাযোগ থাকলে সুবিধা হয়, সেটা মানছি। তারকার ছেলেমেয়ে হলে ছবি ফ্লপ হলেও ছবির পর ছবি পাওয়া যায়। সবই ঠিক। কিন্তু এসব ভেবে তো কোনও লাভ হবে না। আমি মনে করি, যোগ্যতা থাকলে বারো বছর লাগুক, কুড়ি বছর লাগুক, এমনকী চল্লিশ বছরও লাগুক, এক দিন না এক দিন সুযোগ আসবেই। ওটা কেউ চাপতে পারবে না। কলকাতায় এলে এই কথাটা আমার বেশি করে মনে হয়। আমার প্রথম হিট ছবি 'কাহানি' তো এখানেই শ্যুট করা। এত থিয়েটার, এত ভালো ভালো ছবি বাংলায়। পরের জীবনে যেন বাংলায় জন্ম হয়। মনে হয়, এখানে জন্মালে আরও আগে সাফল্যের মুখ দেখতে পেতাম।'

বলিউড তো হল। হলিউডে পাড়ি দিচ্ছেন না কেন? ইরফান খান তো বেশ...

তাঁর সোজা জবাব, 'যারা হলিউড হলিউড করে লাফায়, তারা হয়তো ইনফিরিওরিটি কমপ্লেক্সে ভোগে। হলিউডে যাওয়ার দরকারটা কী? আমরা এখানে খারাপ কাজ করছি নাকি, যে হলিউডে যেতে হবে। এখানে হলিউডের কোনও কাজ এলে করব। আমি কোথাও যাব না। পাকিস্তানি অভিনেতাদের যেমন লক্ষ্য হিন্দি ছবিতে কাজ করা, আমাদের হিন্দি ছবির অভিনেতাদের তেমন লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে হলিউডি ছবিতে কাজ করা। নিজেদের দেশ, নিজেদের ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে গর্ববোধ না করলে, কিচ্ছু হবে না।'

দেবারতি দেবদত্ত